গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

খাদ্য অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

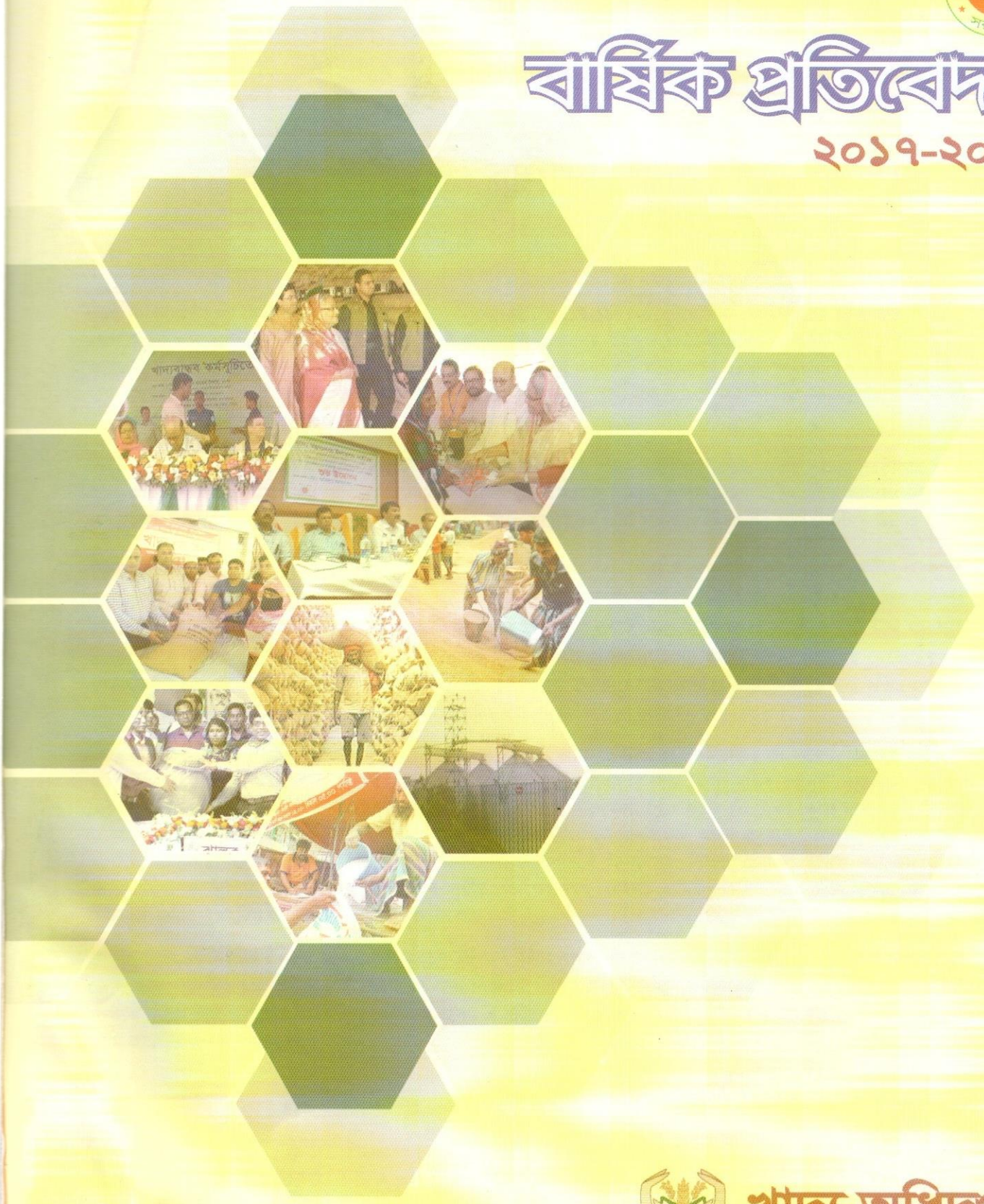

খাদ্য অধিদপ্তর

বাণী

খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে সরকার এবং জনগণকে অবহিত করাই এ প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্দেশ্য। এ প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম, বিশেষ করে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য স্থান পেয়েছে। এ প্রতিবেদনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরসহ দীর্ঘ মেয়াদী তথ্য ছক ও লেখচিত্র আকারে সন্নিবেশিত হওয়ায় তা আরো তথ্যবহুল হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে।

আধুনিক ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের খাদ্য মজুত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অধিদপ্তর দেশব্যাপী খাদ্য গুদাম সংস্কার, নতুন গুদাম নির্মাণ ও আধুনিক সাইলো নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে। আশা করা যায় ২০২১ সালে সরকারের খাদ্য মজুত সক্ষমতা ৩০ লাখ মেঃ টনে উন্নীত হবে।

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের মাধ্যমে উৎপাদক কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদান, খাদ্য শস্যের বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা ও সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করায় কৃষকগণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত হচ্ছেন। পাশাপাশি খাদ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয়তার নিরীখে খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানিও অব্যাহত রেখেছে। তবে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হাওড় এলাকায় বোরো/১৭ এর ফসলহানিতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চালের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পায়। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা টেকসই করার জন্য হাওড় এলাকার ফসল রক্ষায় দীর্ঘ মেয়াদী দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা জরুরী।

নিরন্ন মানুষের বিষন্ন মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত নিয়েই খাদ্য অধিদপ্তরের পথ চলা। সে লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালবাসায় সিক্ত 'খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী' বাস্তবায়ন করছে। দেশের হতদরিদ্র মানুষের জন্য 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ' শ্লোগানযুক্ত ১০ টাকা কেজি দরে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে(৫০ লক্ষ পরিবার) চাল দেয়ার এ কর্মসূচী জনগণের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এছাড়া,খাদ্য অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বাস্তবায়নে ই-নথিসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহন করেছে।সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যেমনঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA), শুদ্ধাচার, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদির সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে।

দেশের উন্নয়নের অংশীদার খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনটি জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৩০.০২.১৮

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

আমাদের কথা

১৯৪৩ সালে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষের কারণে খাদ্য সরবরাহের জন্য বেংগল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি করা হয়।পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে আজকের খাদ্য অধিদপ্তর পুনর্গঠিত হয়। এর পর থেকে খাদ্য অধিদপ্তর দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, মজুদ গঠন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশে খাদ্য ব্যবস্থাপনার হাল শক্তভাবে ধরে রেখেছে। খাদ্য মানুষের প্রথম মৌলিক চাহিদা। দেশের মানুষের এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাজারে খাদ্য শস্য সরবরাহের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রেখে মূল্য সঠিক পর্যায়ে রাখার দায়িত্বটি খাদ্য অধিদপ্তর অবিরাম পালন করে যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল হানি হওয়ায় চালের সরবরাহ বিঘ্নিত হয় এবং বাজার দর উর্ধ্বমুখী ছিল। খাদ্য অধিদপ্তর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তখন অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের সাথে সাথে বৈদেশিক সংগ্রহের (আমদানীর) মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য চাহিদা পূরণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals-SDGs) বাস্তবায়ন করে চলছে। খাদ্য অধিদপ্তর SDG এর লক্ষ্য ০১ ও ০২ তথা দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধামুক্তির লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির মাধ্যমে অতি দরিদ্র ও অক্ষমদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুধা দূরীকরণ ও পুষ্টিহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে খোলা বাজারে চাল ও আটা বিক্রি এবং দরিদ্রদের মাঝে পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে এবং পল্লি অঞ্চলের হত দরিদ্র জনসাধারণকে প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার নীতিতে কাজ করার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার জন্য খাদ্য অধিদপ্তর প্রতিবছর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ, এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার তথ্য স্থান পেয়েছে। ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য অধিদপ্তরের সদস্যগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(এ. কে. এম. ফজলুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

প্রকাশক

খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০১৮

স্বত্ব

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রনঃ আহসান প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্র	iv
	সারণী তালিকা	vi
	লেখচিত্র তালিকা	vi
	আলোকচিত্র তালিকা	vi
	সারসংক্ষেপ	vii
১.০	ভূমিকা	১
২.০	সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী	
	২.১ সাংগঠনিক কাঠামো	২
	২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম	৩
৩.০	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন	৫
	৩.১ প্রশাসন	৫
	৩.১.১ সংস্থাপন	৫
	৩.১.১.১ শুদ্ধাচার বিষয়ক	৭
	৩.১.১.২ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৭
	৩.১.২ তদন্ত ও মামলা	৮
	৩.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি)	৮
	৩.২ প্রশিক্ষণ	৯
৪.০	খাদ্য পরিস্থিতি (২০১৭-১৮)	
	৪.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি	১০
	৪.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি	১১
	৪.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি	১১
	৪.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	১২
৫.০	সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১৪
	৫.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ	১৪
	৫.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১৫
	৫.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ	১৬
	৫.১.৩ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	
	৫.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ	১৬
	৫.২.১ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS)	১৭
	৫.২.২ আর্থিক খাত	১৮
	৫.২.৩ অ-আর্থিক খাত	১৯
	৫.২.৪ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর	
	৫.৩ খাদ্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুত ব্যবস্থাপনা	২০
	৫.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহন	২১
	৫.৩.২ খাদ্যশস্য মজুত	২২
	৫.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদান	২২
	৫.৩.৪ যন্ত্রাংশ ক্রয়	

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫.৪	পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রম	
৫.৪.১	নতুন নির্মাণ কাজ	২২
৫.৪.২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	২২
৫.৪.৩	ই-জিপি কার্যক্রম	২২
৫.৪.৪	খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	২২
৫.৪.৫	নতুন লিফট ক্রয়	২৩
৫.৪.৬	ময়েশ্চার মিটার ক্রয়	২৩
৫.৪.৭	কীটনাশক ক্রয়	২৩
৫.৪.৮	গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়	২৩
৫.৪.৯	আনলোডার ক্রয়	২৩
৫.৪.১০	কাঠের ডানেজ ক্রয়	২৩
৫.৪.১১	স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	২৩
৬.০	**উন্নয়ন**	
৬.১	সারাদেশে ১.০৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	২৪
৬.২	আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প	২৪
৭.০	**বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম**	
৭.১	বাজেট ব্যবস্থাপনা	২৫
৭.১.১	খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটর সার-সংক্ষেপ	২৫
৭.১.২	খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	২৫
৭.২	নিরীক্ষা	
৭.২.১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২৭
৭.২.২	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন	২৭
৭.২.৩	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপ'২০১৭ কার্যক্রম	২৮
৭.২.৪	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার তৈরি	২৮
৭.৩	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	
৭.৩.১	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	২৯
৭.৩.২	দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	২৯
৮.০	**আইসিটি কার্যক্রম**	
৮.১	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট	৩০
৯.০	**শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)**	৩১

সারণীর তালিকা

সারণী	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	মাঠ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা	৪
০২	সার্বিক খাদ্য উৎপাদন পরিস্থিতি (অভ্যন্তরীণ)	১০
০৩	মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	১১
০৪	আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি	১৩
০৫	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) আমদানির তুলনামূলক চিত্র	১৫
০৬	পিএফডিএস খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ	১৮
০৭	২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর	১৯
০৮	২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিবহণ ঠিকাদারের বিবরণ	২০
০৯	২০১৭-১৮ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমান	২১
১০	২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুদ	২১
১১	ব্যয় বাজেট (২০১৭-১৮)	২৫
১২	প্রাপ্তি বাজেট (২০১৭-১৮)	২৫
১৩	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (২০১৭-১৮)	২৬
১৪	২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম	২৭
১৫	২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যাবলী ও বার্ষিক প্রতিবেদন	২৭
১৬	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম/২০১৭	২৮
১৭	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম	২৯

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য	৫
০২	খাদ্য অধিদপ্তরের পদোন্নতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য	৬
০৩	২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখার কার্যক্রম	৯
০৪	২০১৭-১৮ অর্থবছর খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি	১১
০৫	মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় বাজার দর	১২
০৬	খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় বাজার দর	১২
০৭	আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের মূল্য পরিস্থিতি	১৩
০৮	অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ পরিস্থিতি	১৫
০৯	সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা	১৬
১০	পিএফডিএস খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ	১৯
১১	২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর	২০
১২	সরকারিভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের শতকরা হার	২০
১৩	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	২৯

আলোকচিত্রের তালিকা

আলোকচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	১৭
০২	ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে চাল ও আটা বিক্রয়	১৭
০৩	খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	২৩
০৪	চলমান খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ	২৪
০৫	পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম	২৪

সারসংক্ষেপ

(২০১৭-১৮)

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র। খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারি সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকদের নিকট হতে সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে চাল সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

দেশে সরকারিভাবে ২১ লাখ মে.টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম ও সাইলো রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত রাখার লক্ষ্যে বোরো, আমন, গম মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে তা মজুত করা হয়। এছাড়া চাহিদার তুলনায় দেশে গম উৎপাদন কম হওয়ায় সরকারীভাবে গম আমদানি করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে ৩৬২.৭৮ লাখ মে.টন চাল এবং ১১.৫৩ লাখ মে. টন গম উৎপাদিত হয়। এ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪.০৯ লাখ মে. টন চাল সংগ্রহ করা হয় কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কোন গম সংগ্রহ করা হয়নি। বৈদেশিক উৎস হতে সরকারিভাবে ৮.৮৬ লাখ মে.টন চাল আমদানি করা হয় এবং ৫.০৫ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়। বেসরকারিভাবে ৩০.০৭ লাখ মে.টন চাল এবং ৫৩.৭৬ লাখ মে. টন গম আমদানি করা হয়। সরকারি ও বেসরকারিভাবে সর্বমোট ৩৮.৯৩ লাখ মে. টন চাল এবং প্রায় ৫৮.৮১ লাখ মে. টন গম আমদানি করা হয়। অর্থাৎ দেশে সর্বমোট প্রায় ৯৭.৭৪ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি করা হয়।

অপরদিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ২০.৩৩ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে চাল ১৬.৩৩ লাখ মে. টন এবং গম ৩.৯৯ লাখ মে. টন ।

উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে এবং আমদানিকৃত খাদ্যশস্য পোর্ট হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক, নৌ ও রেল পথে পরিবাহিত হয়, যার মধ্যে চাল ১০.১৩ লাখ মে. টন এবং গম ৫.২২ লাখ মে. টন। রেল পথে ৬%, নৌ পথে ২৪% এবং সড়ক পথে ৭০% খাদ্যশস্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি গুদামে সর্বোচ্চ মজুত ছিল ১৪.৮৫ লাখ মে. টন এবং সবনিম্ন ৩.০৪ লাখ মে. টন। এ অর্থবছরে দেশে চালের বাজার দর স্থিতিশীল থাকলেও গমের বাজার দর উর্ধ্বমূখী ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে চালের FOB মূল্য জুলাই/১৭ তে নিম্নমূখী থাকলেও তা পরবর্তী মাসগুলোতে বাড়ে কিন্তু ভারতে চালের FOB মূল্য জুলাই/১৭ মাসের তুলনায় পরবর্তী মাসগুলোতে হ্রাস পায়। অপরদিকে গমের FOB মূল্য কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল ও ইউএস বাজারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজার দর বৃদ্ধি পায়।

খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪৮টি এবং ৫০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১১৪টি গুদামসহ মোট ১৬২টি গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মোট ৭,৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া আধুনিক খাদ্য সংরক্ষনাগার প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ, মধুপুর ও ময়মনসিংহ সাইটে ৩টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষনাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন খাদ্য মজুত ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের সহযোগীতায় মিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যসত্বভোগীর দৌরাত্ব হ্রাস পাবে। ফলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা আসবে।

১.০ ভূমিকা

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে প্রধান। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গত শতাব্দির চল্লিশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে "বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ" প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

এরপর অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এটির নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা না মেটায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুত ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে খাদ্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৪ সালের ৪২ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৯ সালের ১৬৮ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে 'খাদ্য বিভাগ' এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ' নামে দুটি বিভাগে রূপান্তর করা হয়। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২ সালের ৯৬ নং প্রাজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দু'টি বিভাগকে দু'টি পৃথক মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। এখন খাদ্য মন্ত্রণালয় একটি স্বতন্ত্র ও জনগুরুত্বপূর্ন মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ন একটি দেশ। ১৯৭১ সালের তুলনায় বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হওয়া এবং আবাদযোগ্য জমি ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান, সার, বীজ, কীটনাশক ও প্রযুক্তি সুলভ ও সহজলভ্য করায় ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশ খাদ্যে, বিশেষত চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করেছে। তবে এখনও জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দরিদ্র ও আয় বৈষম্যের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। এতে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্যতা বাড়লেও অঞ্চল ও সামাজিক স্তর বিন্যাস ভেদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ। দুর্যোগকালীণ সময়ে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে গত ৬ মে,২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পাঁচ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন হয়। ইতোমধ্যে উপকারভোগীদের মধ্যে মোট ২০,৫০০ টি পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে।

সাংবিধানিকভাবে জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ দায়িত্ব পালন করতে খাদ্যশস্যের সরবরাহ বাড়ানো ও বাজার দরের স্থিতিশীলতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ কাজে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। দেশের বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা রোধ এবং খাদ্যশস্যের মজুত ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দরপত্রের মাধ্যমে এবং 'সরকার হতে সরকার' পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ নিশ্চিত করে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিতরণ অব্যাহত রাখছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নব নির্মিত ৮টি খাদ্য গুদাম হস্তান্তর হওয়ায় মোট ধারণক্ষমতা ৭,৫০০ মে.টন বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

২.১ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোতে পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়।

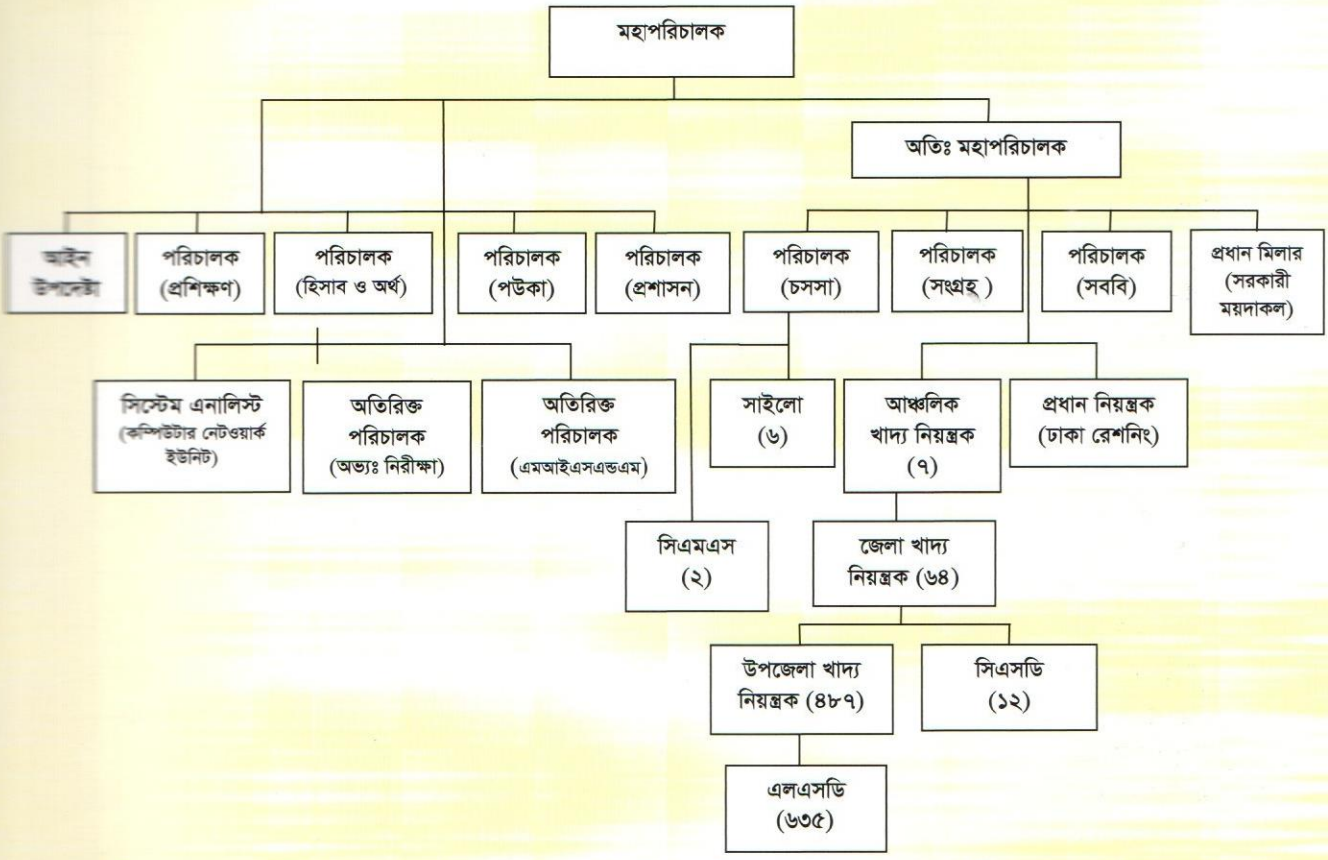

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক ও ২টি অনুবিভাগে ২ (দুইজন) অতিরিক্ত পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারা দেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- জরুরী গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানি ও রেশন);
- আপদকালীন মজুত গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুদ);
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ);
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চাহিদা সৃজন করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর);
- মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস);
- কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ,সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- কৃষক এবং ভোক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন;
- কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন;
- খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলার সফল ব্যবস্থাপনা;
- দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ;
- লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো; এবং
- পেশাদারী, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

কার্যক্রমঃ

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা;
- জাতীয় খাদ্য নীতির কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা;
- নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা;
- নিরবিচ্ছিন্ন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- খাদ্য খাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প (স্কীম) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- দেশে খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভৌজ্য তৈল, লবন ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের বাজার দরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গুনগত মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের মজুত ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ, খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা এবং পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন কারা;
- উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- এ অধিদপ্তেরর উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করা।

সারণী ০১ ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদ নাম	পদ সংখ্যা
০১।	মহাপরিচালক	১
০২।	অতিঃ মহাপরিচালক	১
০৩।	আইন উপদেষ্টা	১
০৪।	পরিচালক	৭
০৫।	প্রধান মিলার	১
০৬।	অতিঃ পরিচালক	৮
০৭।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং	১
০৮।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৭
০৯।	সাইলো অধীক্ষক	৬
১০।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক/উপ-পরিচালক(কারিগরী)/সহঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিনিয়র প্রশিক্ষক	১০২
১১।	রক্ষণ প্রকৌশলী	৬
১২।	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ইন্সট্রাক্টর/ম্যানেজার সিএসডি/নির্বাহী কর্মকর্তা(মিল)/প্রশাসনিক কর্মকর্তা(সাইলো)	৭১
১৩।	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সহঃ পরিচালক/ম্যানেজার পিইউপি/সহঃ প্রধান মিলার	২৪
১৪।	সিস্টেম এনালিস্ট	১
১৫।	প্রোগ্রামার	১
১৬।	সহঃ প্রোগ্রামার	৩
১৭।	রসায়নবিদ	১
১৮।	সহঃ রসায়নবিদ	৮
১৯।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৩৭
২০।	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই)	৬
২১।	২য় শ্রেণী	১,৭৫৭
২২।	৩য় শ্রেণী	৫,৪১৬
২৩।	৪র্থ শ্রেণী	৫,৬১০
	মোট জনবল	১৩,৬৭৬

উৎস ঃ সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

৩.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৩.১ প্রশাসন

৩.১.১ সংস্থাপন

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা জন্য ১৩,৬৭৬টি পদের মঞ্জুরী রয়েছে, যার বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৮৮৪৪ জন। নিম্নের ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরীকৃত, কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য প্রদত্ত হলো:

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণি ক্যাডার ও আইন উপদেষ্টা (২য় হতে ৯ম গ্রেড)	২৩৬	৯১	১৪৫
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৫ম হতে ৯ম গ্রেড)	৬৫৭	৫০৮	১৪৯
দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড)	১৭৫৭	১১৩৮	৬১৯
তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড)	৫৪১৬	২৪৭৯	২৯৩৭
চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড)	৫৬১০	৪৬২৮	৯৮২
মোট=	১৩৬৭৬	৮৮৪৪	৪৮৩২

লেখচিত্র ১ : খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

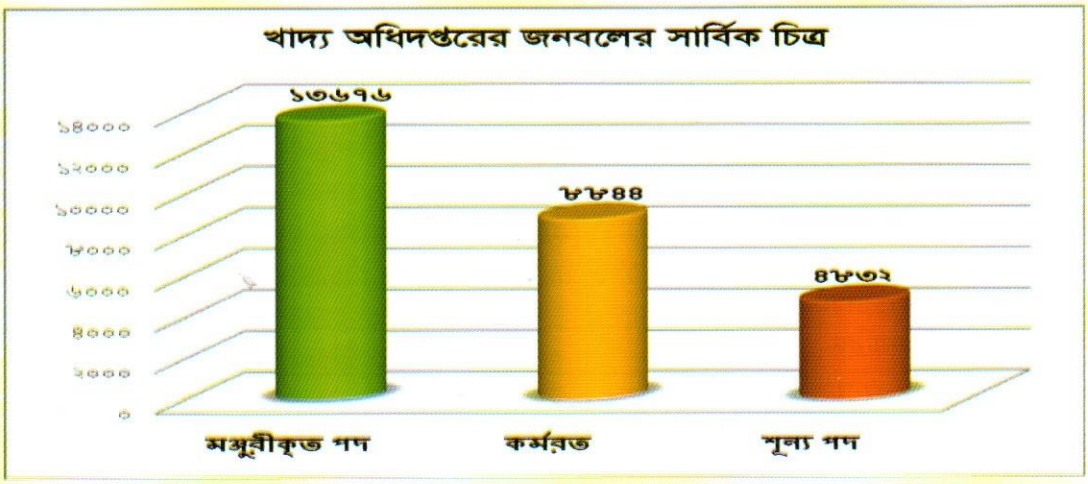

১ম শ্রেণির ক্যাডার পদসমূহে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণির ক্যাডার পদে ৩৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে ২ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের মধ্য (নন-ক্যাডার, ১ম শ্রেণি) হতে বি.সি.এস (খাদ্য) ক্যাডারে এনক্যাডারমেন্টের জন্য জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী ৫০ (পঞ্চাশ) জনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ৩৩তম বিসিএস (নন-ক্যাডার) হতে খাদ্য পরিদর্শক (২য় শ্রেণি) পদে ৪৫জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৭ জন যোগদান করেছেন। ৩৬তম, ৩৭তম ও ৩৮তম বি.সি.এস থেকে ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছেঃ

পদের শ্রেণী	১ম শ্রেণির সাধারণ (ক্যাডার)	১ম শ্রেণির ক্যাডার কারিগরী	১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার	২য় শ্রেণির নন-ক্যাডার
৩৬ তম বি.সি.এস	১১ টি	৬ টি		১২০
৩৭ তম বি.সি.এস	৫ টি	১ টি	৪৭	৭৫
৩৮ তম বি.সি.এস	৫ টি	২ টি		
৩৯ তম বি.সি.এস	৩ টি	৫ টি		
মোট=	২৪ টি	১৪ টি		

২৯-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ জারি করা হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ হওয়ার প্রেক্ষিতে ২৪ ক্যাটাগরীর ১১৬৬ টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৬৬৬ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে পদোন্নতির তথ্যঃ

ক্র. নং	যে পদ হতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	যে পদে পদোন্নতির আদেশ দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	পদোন্নতির সংখ্যা
১	উচ্চমান সহকারী/অডিটর/ হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার/ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর / সমমান বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০/-	প্রধান সহকারী/ হিসাবরক্ষ/ সুপারিনটেনডেন্ট/প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক/ সমমান বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০/-	১১৮
২	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০/-	উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০/-	৪২
৩	স্প্রেম্যান/নিরাপত্তা প্রহরী বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০/-	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০/-	১২৮
৪	পিইউপি অপারেটিভ বেতন স্কেল: ৯০০০-২১৮০০/-	সহকারী অপারেটর বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০/-	৪
৫	প্রধান মেকানিক/ সহকারী ফোরম্যান/ ওয়েল্ডার/ মিলরাইট/ ইলেকট্রিশিয়ান/ ভি-ইলেকট্রিশিয়ান/ সমমান বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০/-	ফোরম্যান/ মেকানিক্যাল ফোরম্যান/ ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০/-	১১
মোট			৬০৩

লেখচিত্র ২ : খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য:

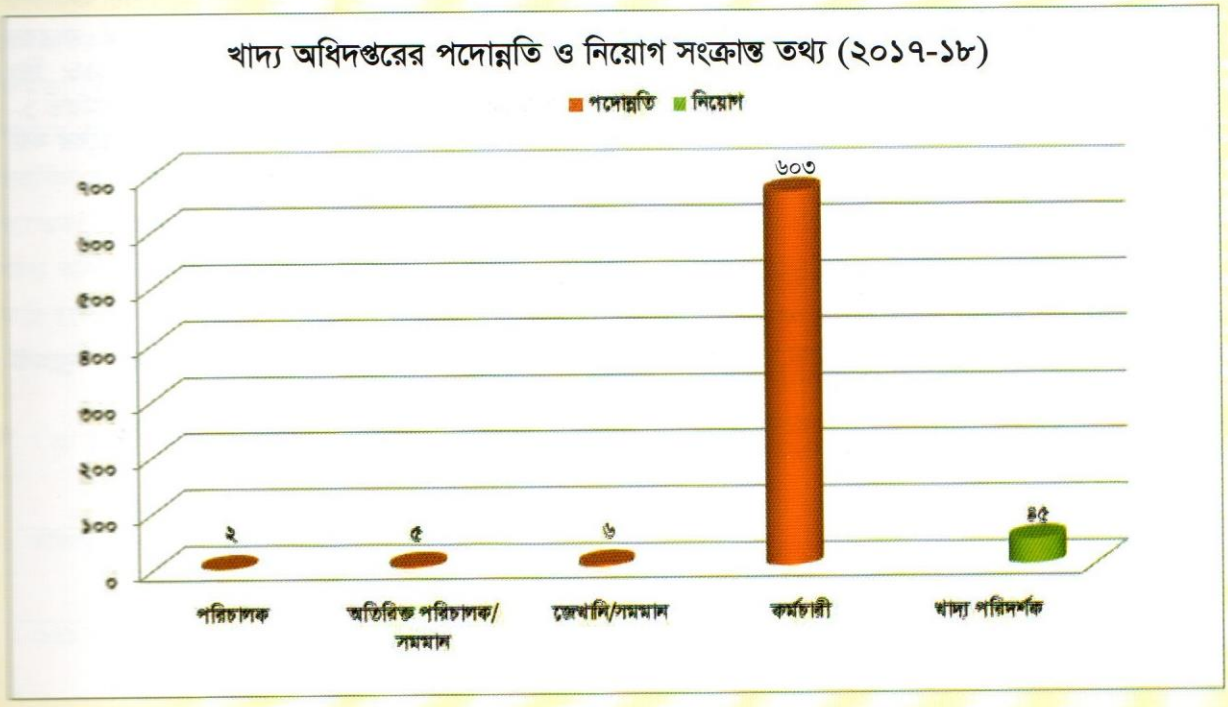

এছাড়া ক্যাডার পদে আপগ্রেডেশনের প্রস্তাব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সারাদেশে বিভিন্ন স্থাপনা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়/পদ সৃজনের কাজও গ্রহণ করা হয়েছে।
খাদ্য মন্ত্রণালয়ে যে সকল স্থাপনাসমূহের নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে তাদের নামের তালিকা:

ক্র. নং	স্থাপনার নাম	নতুন সৃজনের জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা
১	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ	০৪
২	মোংলা সাইলো, খুলনা	১৭৫
৩	পোস্তগোলা সরকারী আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা	৫৪
৪	মেইনটেন্যান্স ইউনিট	৯২
৫	৮ টি স্টীল সাইলো (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ, মহেশ্বরপাশা, মধুপুর, আশুগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ)।	৭১৮
৬	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ	১৩
৭	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, গুইমারা, খাগড়াছড়ি।	০৪
৮	কেন্দ্রীয় আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার ও আঞ্চলিক আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার ও আঞ্চলিক আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার- ডিউটি স্টেশনে ০৬ (ছয়) টি ডিভিশনাল ল্যাবরেটরী	৬৮
৯	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম	০৪
১০	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ওসমানী নগর, সিলেট	০৪
১১	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী	০৪
১২	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, লালমাই, কুমিল্লা	০৪

৩.১.১.১ শুদ্ধাচার বিষয়ক ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের সংস্থাপন শাখা হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তর হতে ২৭/৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১১৩৯ নং স্মারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খাদ্য ভবনে কর্মরত ১-১০ম গ্রেডভুক্ত ০১ (এক) জন কর্মকর্তা ও ১১-২০ গ্রেডভূক্ত ০১ (এক) জন কর্মচারি এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ের ০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৩.১.১.২ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

- খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগে ওয়েটিং রুম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- খাদ্য ভবনের প্রতিটি তলায় বিশুদ্ধ খাবার পানির ফিল্টার বসানোর কাজ করা হয়েছে।
- খাদ্য ভবনের প্রধান গেইট, গার্ডরুম ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারিদের স্মরণে মনুমেন্ট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ডিজিটাল হাজিরা খাদ্য ভবনের প্রত্যেক তলায় স্থাপনের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি ও প্রস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩.১.২ তদন্ত ও মামলাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের তদন্ত ও মামলা শাখা হতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ ও নবপ্রণয়নকৃত ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও বিধিমালার আলোকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তর হতে ১৫৪ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪১ জনকে অব্যাহতি, ৬৫ জনকে লঘুদন্ড এবং ০৬ জনকে গুরুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় হতে ১১তম গ্রেড হতে ২০ তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে লঘুদন্ডের আওতায় বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত এ.টি মামলার সংখ্যা (চলমান) ১৬ টি, এ.এ.টি মামলার সংখ্যা (চলমান) ১০ টি, রিট মামলার সংখ্যা (চলমান) ৭৩ টি, সিপিএলএ মামলার সংখ্যা (চলমান) ১৮টি, রিভিউ মামলার সংখ্যা (চলমান) ৫টি, কনটেম্পট মামলার সংখ্যা (চলমান) ৭টি।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আনীত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		
	অব্যাহতি	লঘুদন্ড প্রাপ্ত	গুরুদন্ড প্রাপ্ত
১৫৪	৪১	৬৫	৬

উৎস: তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি):

খাদ্য অধিদপ্তরের, প্রশাসন বিভাগের বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণি (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের পি আর এল ও পেনশন মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা- কর্মচারিদের স্বেচ্ছায় অবসর, জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতর গ্রেড, সম্মানীভাতা, মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট প্রদান (মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ছকে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইস/মাসিক/ বাৎসরিক), আর্থিক ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমন বিল অনুমোদন, বকেয়া বেতনভাতা, ধোলাইভাতা, নাস্তাভাতা, বেতন সমতাকরণ এবং কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় পি আর এল, পেনশন মঞ্জুরী ও জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণের ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তরের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পি আর এল, পেনশন ও সাধারণ ভবিষৎ তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরকরণ কাজ অধিকতর গতিশীল হয়েছে। ফলে অবসরভোগীরা সহজেই অবসর ভাতা পাচ্ছেন। এছাড়া, পেনশনারদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য রেজিস্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে পি আর এল, পেনশনসহ বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরী সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিপিটি শাখা হতে বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরী সংক্রান্ত তথ্য

পি আর এল মঞ্জুরী		পেনশন মঞ্জুরী		জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরী (১ম/২য়/৩য়/ অফেরতযোগ্য/চূড়ান্ত)	সম্মানী ভাতা প্রদান	ভ্রমন বিল অনুমোদন	না-দাবী সনদ প্রদান	আহরণ-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান	কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ
অধিদপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	অধিদপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ						
১৬১ জন	৪৯ জন	১১৩ জন	৬১ জন	১৩৮ জন	৩৭০৫ জন	৪০ জন	৯৬ জন	২৩ জন	১৬ জন

লেখচিত্র ০৩: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখার কার্যক্রম :

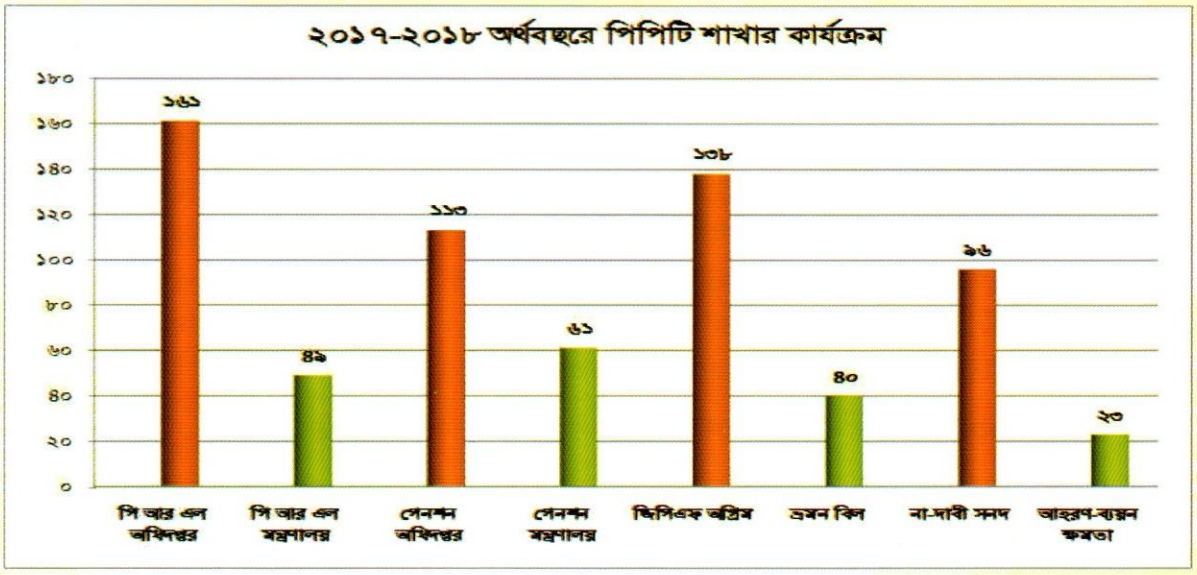

৩.২ প্রশিক্ষণ ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের গণকর্মচারিদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা'' ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	কর্মসূচি	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
১.	দেশের অভ্যন্তরে ও IFPRI কর্তৃক আয়োজিত সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৪ (চব্বিশ) জন (১ম শ্রেণী কর্মকর্তা)।
২.	ইনোভেশন প্রশিক্ষণ কোর্স	১৭(সতেরো) জন (১ম শ্রেণী কর্মকর্তা)।
৩.	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স	১১১ (একশত এগারো) জন।
৪.	খাদ্য পরিদর্শকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স	২৪০ (দুইশত চল্লিশ) জন।
৫.	উপ-খাদ্য পরিদর্শকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ	৬৮ (আটষট্টি) জন।
৬.	কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ই-ফাইল প্রশিক্ষণ কোর্স	১০৫(একশত পাঁচ) জন।
৭.	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও বাণিজ্যিক হিসাব সর্ম্পকিত প্রশিক্ষণকোর্স	৩১ (একত্রিশ) জন
	মোট =	**৫৯৬ জন**

প্রশিক্ষণ বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে বিভিন্ন কোর্সে (ইন হাউজ) খাদ্য বিভাগে ৫৯৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ২৩ টি ব্যাচে ২৩৭৯৪ জনঘন্টা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১১টি বিভিন্ন কোর্স/কর্মসূচিতে ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও SDG অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৪.০ খাদ্য পরিস্থিতি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি উপাদান/নিয়ামক যথা খাদ্য প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির প্রবেশাধিকার তথা ক্রয় ক্ষমতা (Access to Food) এবং পুষ্টি অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তার এসব মাত্রা মূলত: দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি তথা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যশস্য আমদানী, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের পুষ্টিগত অবস্থাকে বিবেচনা করে পুষ্টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১)(CIP2) প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। CIP2 মনিটরিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি নিম্নরূপ ছিলঃ

৪.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল সর্বমোট ৩৬৮.৩৫ লাখ মে. টন (চাল ৩৫৫.৫৫ লাখ মে. টন এবং গম ১২.৮০ লাখ মে. টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি.বি.এস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালের আকারে আউশ ২৭.০৯ লাখ মে. টন, আমন ১৩৯.৯৩ লাখ মে. টন, বোরো ১৯৫.৭৬ লাখ মে.টন ও গমের উপাদন ১১.৫৩ লাখ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে। এ হিসাবে মোট চালের উৎপাদন ৩৬২.৭৮ লাখ মে.টন এবং গমের উৎপাদন ১১.৫৩ লাখ মে.টন। সে হিসাবে দেশে সর্বমোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩৭৪.৩১ লাখ মে.টন।

সারণী- ০২ : অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন

চাল/গম	২০১৭-১৮		২০১৬-১৭	
	বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত		বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত	
	আবাদ (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মেঃ টন)	আবাদ (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মেঃ টন)
আউশ	১০.৭৫	২৭.০৯	৯.৪২	২১.৩৪
আমন	৫৬.০০	১৩৯.৯৩	৫৫.৮৩	১৩৬.৫৬
বোরো	৪৮.৫৯	১৯৫.৭৬	৪৪.৭৬	১৮০.১৪
মোট চাল	১১৫.৩৪	৩৬২.৭৮	১১০.০১	৩৩৮.০৪
গম	৩.৫২*	১১.৫৩*	৪.১৫	১৩.১১
মোটা খাদ্যশস্য (চাল ও গম)	১১৮.৮৬	৩৭৪.৩১	১১৪.১৬	৩৫১.১৫

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বি.বি.এস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

২) *কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্ভাব্য খসড়াকৃত হিসাব।

খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থে ১৫.৫০ (চাল ১০.৫০ ও গম ৫.০০) লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য আমদানির সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে ৮.৬৪ লাখ মে.টন চাল ও ৪.০৩ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের নীতি-কৌশল পরিবর্তনের কারণে দেশে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি বাজেটে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ২০.৩৩ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্যের বিপরীতে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ১.২৩ লাখ মেঃ টন।

লেখচিত্র-০৪: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতিঃ

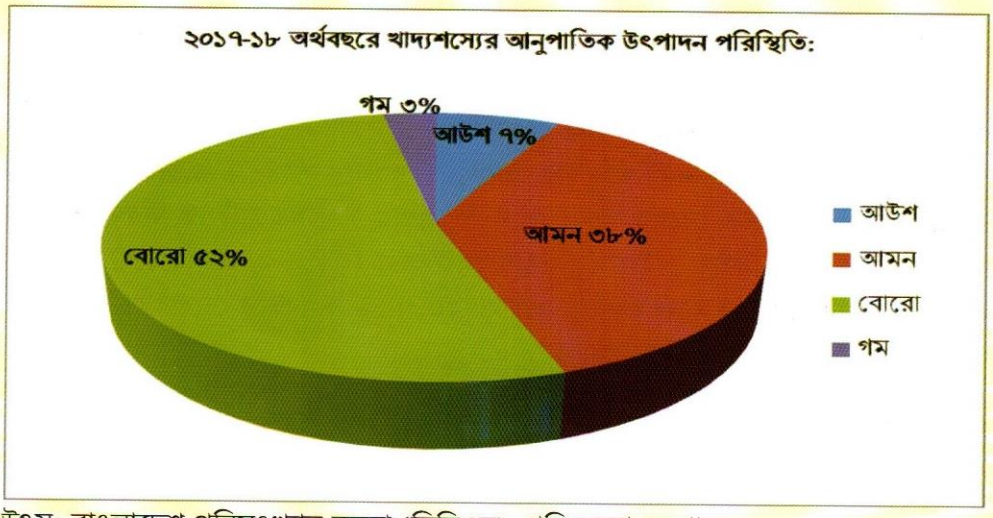

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

৪.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

৪.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী গড় মূল্য পূর্ব অর্থ বছরের তুলনায় উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। সেপ্টেম্বর/১৭ ও অক্টোবর/১৭ এই দুই মাসে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও প্রায় সারা বছরই তা স্থিতিশীল ছিল। বোরো ধান উঠার কারণে এপ্রিল/১৮ থেকে মোটা চালের মূল্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। একই সময়ে (জুলাই/১৭-জুন/১৮) আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১০% ও ১১% বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে, উল্লিখিত সময়ে মোটা চাল, গম ও আটার মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও এপ্রিল/১৮ মাস থেকে মোটা চালের মূল্য কমতে শুরু করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণীদ্বয়ে দেখা যেতে পারে।

সারণী ০৩ : মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী
জুলাই/১৭	৪০.৪৭	৩৮.১০	২৩.৩৩	২০.৭১	২৩.৪০	২০.৯৮
আগস্ট/১৭	৪০.২৮	৩৭.৯৬	২৪.৩০	২১.৬০	২৪.৪২	২২.১০
সেপ্টেম্বর/১৭	৪৩.২২	৪০.৮৯	২৫.৪০	২২.৭৮	২৭.০৪	২৪.৫৭
অক্টোবর/১৭	৪২.১৭	৩৯.৬৫	২৬.৩৮	২৩.৭৯	২৭.৭০	২৫.০৯
নভেম্বর/১৭	৩৯.৯১	৩৭.৪০	২৬.৪৮	২৩.৬৩	২৭.৩১	২৪.৬০
ডিসেম্বর/১৭	৩৯.৬৮	৩৭.৪৬	২৬.৪৫	২৩.৫৮	২৬.৯৯	২৪.১৮
জানুয়ারি/১৮	৪০.৫০	৩৭.৯১	২৬.২৮	২৩.৪৬	২৬.৫৪	২৩.৭৭
ফেব্রুয়ারি/১৮	৪০.৫৭	৩৭.৯৫	২৬.৫২	২৩.৫১	২৬.০৬	২৩.৩৭
মার্চ/১৮	৪০.৬৭	৩৮.১২	২৬.৭০	২৪.২৫	২৫.২৫	২৩.২৫
এপ্রিল/১৮	৩৮.৬৪	৩৬.১৪	২৫.১৩	২২.১৬	২৫.৭৩	২৩.১৫
মে/১৮	৩৭.১১	৩৪.৭৮	২৫.০৮	২২.৫৮	২৫.৫৫	২৩.০২
জুন/১৮	৩৬.৩৪	৩৪.৪০	২৫.১৬	২২.৮৪	২৫.৪৬	২২.৯৫
গড়	৩৯.৯৬	৩৭.৫৬	২৫ ৬০	২২.৯১	২৫.৯৫	২৩.৪২

সূত্র : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয়)।

লেখচিত্র-০৫ : মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

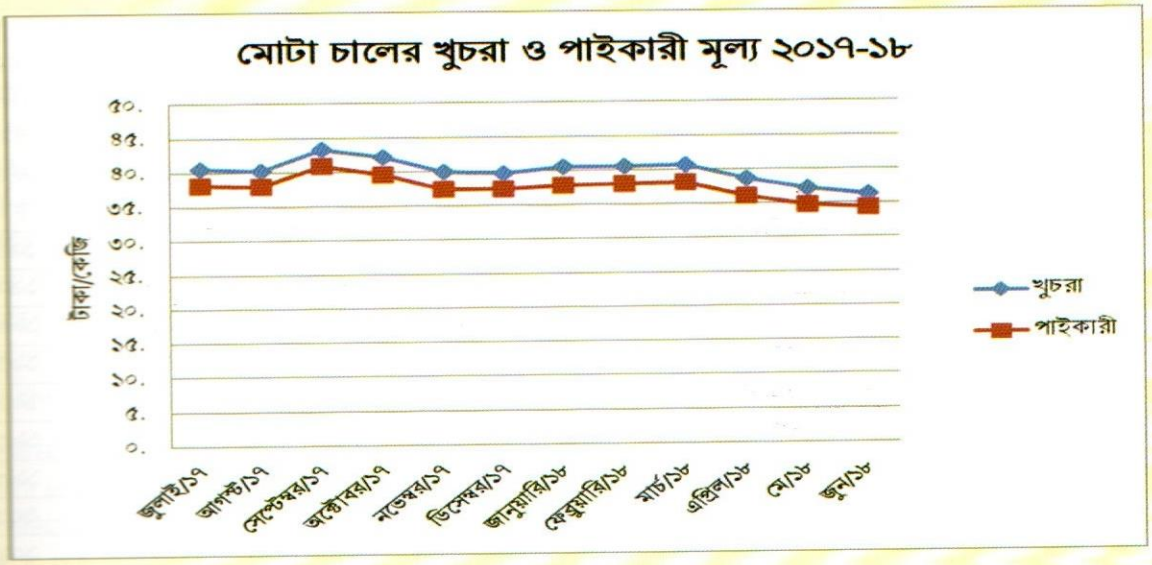

লেখচিত্র- ০৬ : খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

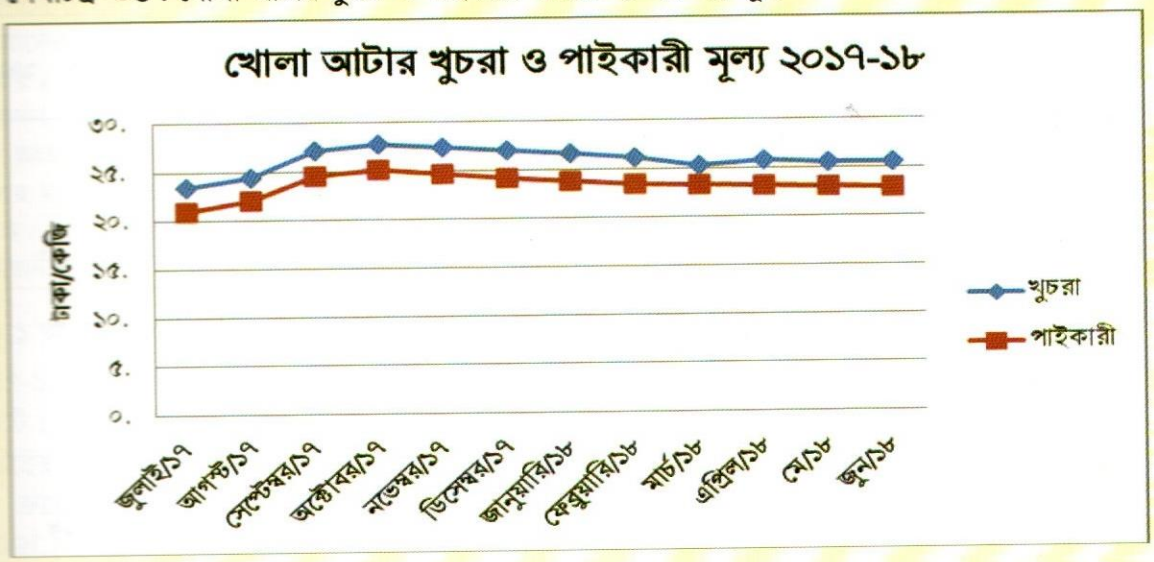

৪.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য দেশ ও প্রকার ভেদে বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও ভারতে এ চিত্র বিপরীত। সিদ্ধ চালের (৫% ভাঙ্গা) রপ্তানি মুল্য (এফ.ও.বি) জুলাই/১৭ মাসের তুলনায় জুন/১৮ মাসে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম (আতপ) ও পাকিস্তানে যথাক্রমে প্রায় ২%, ১২% ও ১% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতে তা প্রায় ৪% হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের লাল নরম গম, ইউক্রেনীয় ও রাশিয়ান মিলিং গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১%, ৬% ও ৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী ০৪ : আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

মাস	চাল (টনপ্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
জুলাই/১৭	৩৯৪	৩৯৭	৪০৪	৪৩৫	২০৬	১৮৯	১৯৪
আগস্ট/১৭	৩৮৪	৩৮৯	৪০১	৪২৭	১৭৫	১৯০	১৯২
সেপ্টেম্বর/১৭	৪০০	৩৮০	৪১৭	৪১৫	১৭৪	১৮৬	১৮৮
অক্টোবর/১৭	৩৯৮	৩৯০	৪০০	৪১৮	১৭৮	১৯৩	১৯৫
নভেম্বর/১৭	৩৯৬	৩৯২	৩৯৪	৪২০	১৭৫	১৯৩	১৯৫
ডিসেম্বর/১৭	৩৯৮	৩৮৬	৪১০	৪১৬	১৭১	১৯০	১৯৩
জানুয়ারি/১৮	৩৯৮	৩৮৭	৪০৫	৪১৭	১৭৬	১৯০	১৯৩
ফেব্রুয়ারি/১৮	৪১০	৩১৯	৪২১	৪১৮	১৮৮	১৯৮	২০১
মার্চ/১৮	৪০০	৪১৫	৪১৭	৪২৪	১৯৫	২০৬	২০৯
এপ্রিল/১৮	৪২৭	৪৩১	৪১২	৪৫০	১৯৮	২১১	২০৮
মে/১৮	৪২২	৪৫০	৩৯৯	৪৪৮	২০৯	২১০	২১৪
জুন/১৮	৪০১	৪৪৬	৩৮৯	৪৩৮	২০৭	২০১	২০৪
গড় (২০১৭-১৮)	৪০২	৩৯৯	৪০৬	৪২৭	১৮৮	১৯৬	১৯৯

সূত্র: Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.info

লেখচিত্র ০৭ : গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

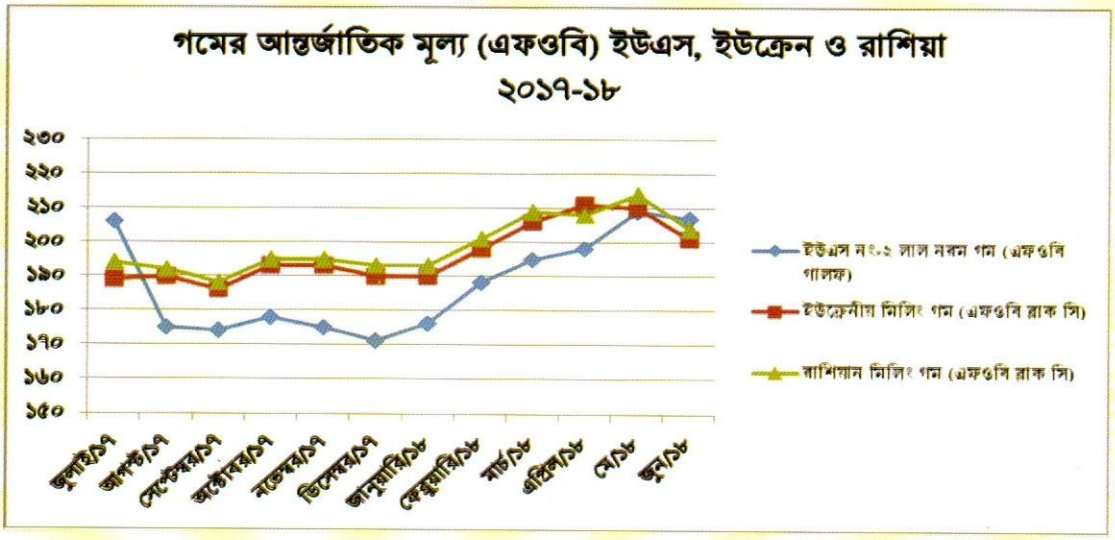

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে অনুকূল আবহাওয়া, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি ও মূল্য সহনীয় মাত্রায় থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের গড় মূল্য পূর্ববছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়েছিল।

৫.০ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

বাংলাদেশ সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও কর্মসূচি, কৃষি গবেষকদের টেকসই ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন, কৃষি উপাদানের সহজলভ্যতা, বাজার অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রায় চার গুণ বেড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষে অবস্থানকারী দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ। সময়ের সাথে পুষ্টির চাহিদা ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। সরকার কর্তৃক কৃষি বহুমুখীকরণ নীতি গ্রহণ করায় চাল উৎপাদনের সাথে সাথে অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের ফলে ভোক্তাপর্যায়ে সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন মৌসুম ভিত্তিক হওয়ায় সকল কৃষক যখন একই সময়ে একই ধরনের ফসল ঘরে তোলে, তখন বাজারে সরবরাহ বেশি হওয়ার কারণে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর নিম্নগামী হয়ে যায়। বিশেষ করে ধান কাটার মৌসুমে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে বেশী।

মৌসুমভিত্তিক ধান/চালের মূল্য স্তরের অস্বাভাবিক হ্রাস একটি অন্যতম সমস্যা, যা কৃষি উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার খাদ্য সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৬ জন মন্ত্রী ও ১০ জন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি' ফসল কাটার মৌসুমে ফসল ঘরে তোলার পূর্বেই সভা করে খাদ্যশস্যের (মৌসুম ভিত্তিক ধান/চাল ও গম) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ মূল্য, পরিমাণ এবং সময়সীমা ঘোষণা করে থাকে, যাতে ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্যে তাদের খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে পারেন। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে পরিচালিত অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযান খাদ্যশস্যের মূল্য কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযানের ফলে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর অস্বাভাবিক হ্রাস পাওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং কৃষকদের লোকসানের ঝুঁকি দূর হয়। বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষকগণ উপকৃত হন। ফলে কৃষি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করার ক্ষেত্রে এর অবদান অপরিসীম। এই ব্যবস্থা ফলপ্রসু হওয়ায় দেশ আজ চাল রপ্তানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নীতি এবং জনসচেতনতার ফলে দেশের মানুষের খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্র এসেছে। চালের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত সুলভ ও সহজলভ্য গমের ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তর অভ্যন্তরীণভাবে গম সংগ্রহের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারে গমের চাহিদা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ গম আমদানি করে আসছে।

৫.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ঃ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক প্রতিকেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৯ টাকা নির্ধারণ পূর্বক ৩.০০ লাখ মে.টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে আরো তিন দফায় ১.৫০ লাখ, ১.৫০ লাখ ও ২ হাজার মে.টন চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে বোরো ২০১৭ মৌসুমে মোট চালের লক্ষ্যমাত্রা হয় ৬.০২ লাখ মে.টন। নির্ধারিত সংগ্রহের মেয়াদ ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৬,০১,৯৮৪ মে.টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহ করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে এফপিএমসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভ্যন্তরীণভাবে কোন গম সংগ্রহ করা হয়নি। গত ০৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এফপিএমসির সভায় ২০১৮ সালের বোরো মৌসুমে (২/৫/১৮ থেকে ১৫/০৯/১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত) প্রতিকেজি ২৬/- টাকা মূল্যে ১.৫০ লাখ মেঃটন ধান, প্রতিকেজি ৩৮/- টাকা মূল্য ৮.০০ লাখ মেঃটন সিদ্ধ চাল ও প্রতি কেজি ৩৭/- টাকা মূল্যে ১.০০ লাখ মেঃটন আতপ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে ধানের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১.৫০ লাখ মেঃটন থেকে ২৭,০০০ মেঃটন বাদ দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট (১,৫০,০০০ - ২৭,০০০) = ১,২৩,০০০ মেঃটন ধানকে ৬০ঃ৩৯ রেশিওতে চালে রুপান্তরিত ৭৯,৯৫০ মেঃটন চাল হিসেবে ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন প্রদান করা হয়। এছাড়া বোরো-১৮ মৌসুমে চাল সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকায় অতিরিক্ত ৩,৫০,০০০ মেঃটন সিদ্ধ চাল ও ৫০,০০০ মেঃটন আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়। এতে বোরো-১৮ মৌসুমে সিদ্ধ চালের মোট লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১২,২৯,৯৫০ মেঃটন ও আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা মোট ১,৫০,০০০ মেঃটন। বোরো সংগ্রহ ২০১৮ মৌসুমে ৩০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ৫,৩৪,৩৭৭ মেঃটন সিদ্ধ চাল সংগৃহীত হয়।

লেখচিত্র: ০৮ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ।

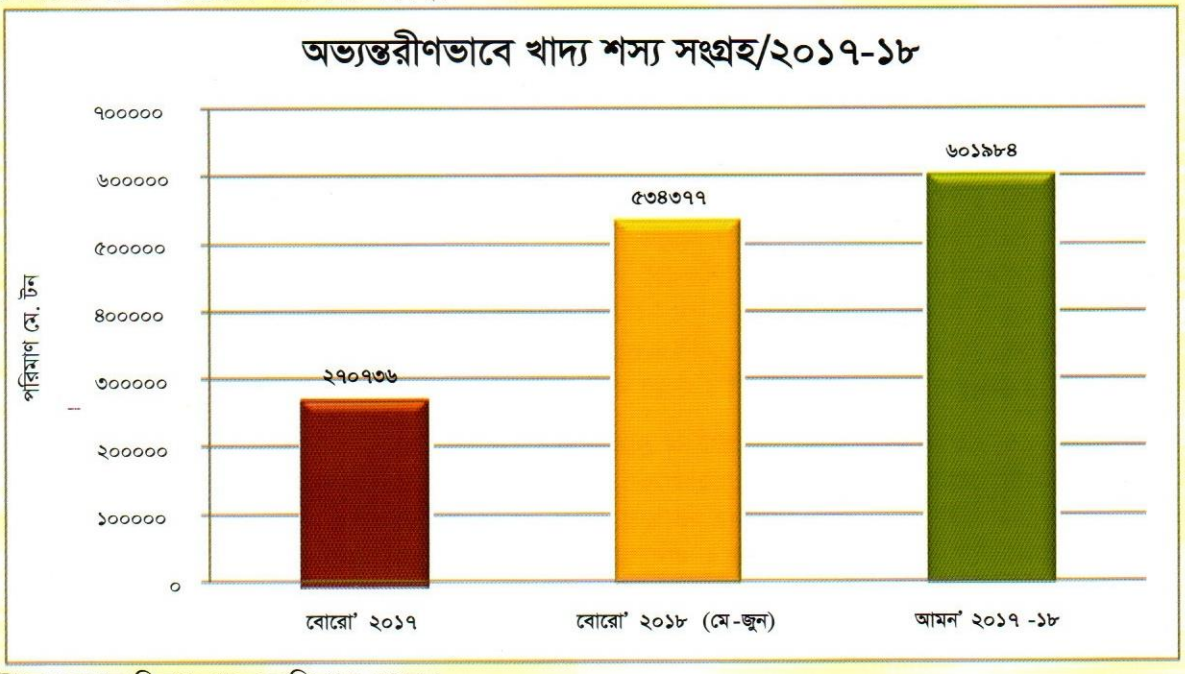

উৎস ঃ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে ১০.৫০ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫.০০ লাখ মেট্রিক টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী সরকারের নিজস্ব অর্থে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিটুজি পদ্ধতিতে প্রায় ৪.৫৩ লাখ মে.টন চাল ও ২.১০ লাখ মে.টন গম, আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রায় ৪.১১ লাখ মে.টন চাল ও ১.৯৩ লাখ মে.টন গম সর্বমোট প্রায় ৮.৬৪ লাখ মে.টন চাল ও ৪.০৩ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে। তবে, বেসরকারিভাবে আমদানিকৃত চাল থেকে সরকার জাতীয় দরপত্রের মাধ্যমে প্রায় ২.৪৫ লাখ মে.টন চাল ক্রয় করে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে চাল ও গম আমদানির সংস্থান কমিয়ে রাখা হয়েছে যথাকমে ৭.০০ লাখ মে.টন ও ৪.০০ লাখ মে.টন।

৫.১.৩ বেসরকারি আমদানি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৮৩.৮৩ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ৩০.০৭ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫৩.৭৬ লাখ মেট্রিক টন গম।

সারনী-০৫ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৬-১৭) চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র

আমদানির পর্যায়		২০১৭-১৮ (লাখ মেট্রিক টন)		২০১৬-১৭ (লাখ মেট্রিক টন)	
		চাল	গম	চাল	গম
সরকারি আমদানি	নিজস্ব অর্থে	৮.৬৪	৪.০৩	--	৩.০৮
	বৈদেশিক সাহায্য	০.২২	১.০২	--	০.৮৫
বেসরকারি আমদানি		৩০.০৭	৫৩.৭৬	১.৩৩	৫২.৯৮
সর্বমোট আমদানি		৩৮.৯৩	৫৮.৮১	১.৩৩	৫৬.৯১

উৎস ঃ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫.১.৩ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ঃ

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এখনও চাহিদার নিচে রয়েছে। বর্তমানে দেশে যে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় তার মধ্যে অধিকাংশই গম। সরকারি পর্যায়ে আমদানি করতে যে সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় তাতে আমদানি কার্যক্রম বেশ বিলম্বিত হয়। সরকারি পর্যায়ে দরপত্রের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যেসব সরবরাহকারী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, তাদের অনেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অপরদিকে, অনেক রপ্তানিকারক দেশ অস্থিতিশীল মূল্য পরিস্থিতিতে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম সীমিত বা বন্ধ করে দেয়। এধরণের পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা তৈরি হয়। এরূপ বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে ও দ্রুততম সময়ে যাতে চাল ও গম আমদানি করা যায়, তার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। গম আমদানির জন্য ইউক্রেন ও রাশিয়া এবং চাল আমদানির জন্য মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৫.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ

৫.২.১ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (Public Food Distribution System, PFDS)ঃ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানতঃ আর্থিক ও অ-আর্থিক খাতে বিভক্ত।

লেখচিত্রঃ ০৯ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা

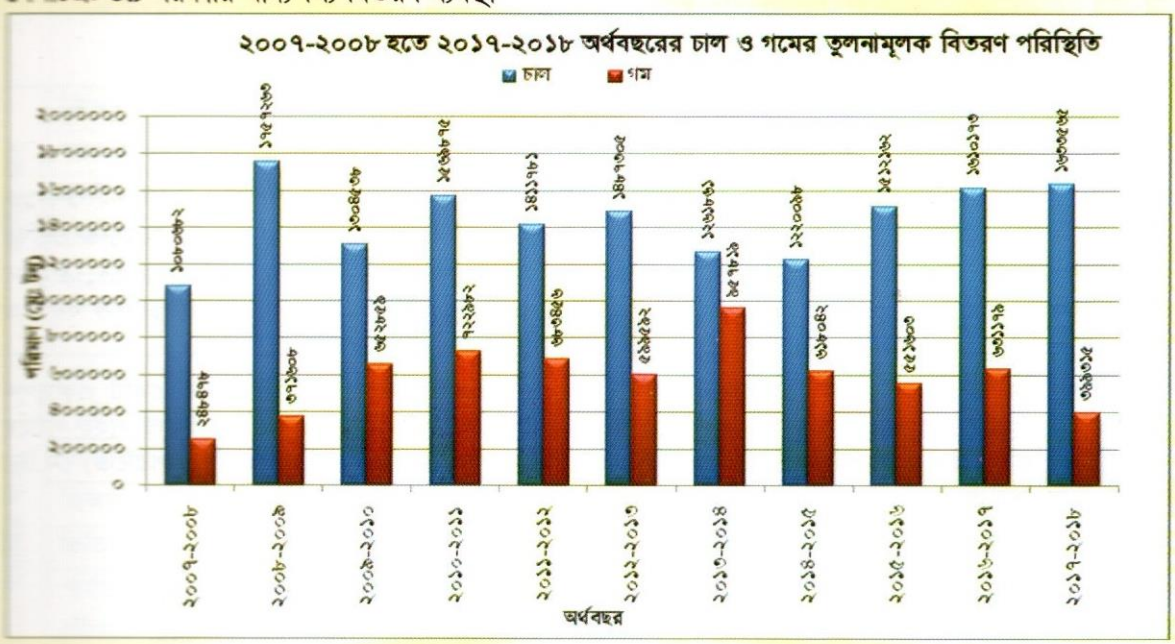

দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ সরকারের বলিষ্ঠ গণমুখী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার (PFDS) আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ ২০.৩৩ লাখ মেট্রিক টন; যার মধ্যে আর্থিক খাতে (ইপি, ওপি, স্কুল ফিডিং, এলইআই, ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব) বিতরণের পরিমাণ ছিল ১০.১৫ লাখ মেট্রিক টন ও অ-আর্থিক খাতে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর, পার্বত্য বিষয়ক ও স্কুল ফিডিং) বিতরণের পরিমাণ ছিল ১০.১৮ লাখ মেট্রিক টন।